বিজনেস স্টাডিজ অনুষদ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

‘গ’ ইউনিট
ভর্তি-নির্দেশিকা
বি বি এ প্রোগ্রাম
২০১৪-২০১৫ শিক্ষাবর্ষ

পরীক্ষার তারিখ
৫ সেপ্টেম্বর ২০১৪
সময়: সকাল ১০:০০-১১:০০ টা

ভর্তির যোগ্যতা ও প্রাথমিক আবেদনপত্র

১। উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে Business Studies / A Level/ Diploma in Business Studies/ Business Management-এ উত্তীর্ণ ছাত্র-ছাত্রীরা আবেদন করতে পারবে।

২। ২০১৩ ও ২০১৪ সনের উচ্চ মাধ্যমিক বা তার সমতুল্য পরীক্ষায় যারা উত্তীর্ণ হয়েছে, শুধু তারাই ভর্তির জন্য আবেদন করতে পারবে। কোন শিক্ষার্থী ২০১৩ সালে উচ্চ মাধ্যমিক বা সমতুল্য পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন বিভাগে ভর্তি হয়ে ২০১৪ সালে নূতন করে ভর্তির জন্য আগ্রহী হলে, তাকে ২০১৪ সালে ভর্তির জন্য পূরণকৃত ফরমের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বিভাগ/ ইনস্টিটিউটের চেয়ারম্যান/ পরিচালকের নিকট হতে ভর্তি পরীক্ষায় অংশগ্রহণের অনুমতিপত্র এবং ‘গ’ ইউনিটের ডিন মহোদয়ের অনুমোদনসহ নিজের উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার রোল নম্বর ও বোর্ডের নাম উল্লেখ করে কেন্দ্রীয় ভর্তি অফিসে (প্রশাসনিক ভবন, কক্ষ নং-২১৪, ২য় তলা) আবেদনপত্র জমা দিতে হবে।

৩। ভর্তি পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করার জন্য ব্যবসায় শিক্ষায় উচ্চ মাধ্যমিক, ডিপ্লোমা-ইন-বিজনেস স্টাডিজ এবং বিজনেস ম্যানেজমেন্ট পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রার্থীদের মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক বা সমমানের পরীক্ষায় (৪র্থ বিষয়ে বাদে) প্রাপ্ত জি.পি.এ.-দ্বয়ের যোগফল অন্তত ৭.৫০ হতে হবে। উচ্চমাধ্যমিক পর্যায়ে ডিপ্লোমা-ইন-বিজনেস স্টাডিজ এবং বিজনেস ম্যানেজমেন্ট গ্রুপ থেকে আগত প্রার্থীদের একাউন্টিং বিষয়টি অবশ্যই থাকতে হবে এবং উক্ত বিষয়ে অন্তত B গ্রেড (গ্রেড পয়েন্ট ৩.০) থাকতে হবে।

৪। জি.সি.ই. ‘ও’ লেভেলে অন্তত ৫ টি বিষয়ে এবং ‘এ’ লেভেলে ২টি বিষয়ে উত্তীর্ণ ছাত্র-ছাত্রীরা ভর্তির জন্য আবেদন করতে পারবে। যাদের ‘A’ লেভেলে Business Studies/ Accounting/ Economics/ Mathematics-এর মধ্যে যেকোন একটি বিষয় ছিল, কেবল তারাই আবেদন করতে পারবে। তবে তাদেরকে ‘ও’ লেভেলে এবং ‘এ’ লেভেলে ৭টি বিষয়ের মধ্যে কমপক্ষে ৪টি বিষয়ে ‘বি’ গ্রেড, ৩টি বিষয়ে ন্যূনতম ‘সি’ গ্রেড এবং ‘এ’ লেভেল সম্পন্ন করার সন ২০১৩ অথবা ২০১৪ হতে হবে।

৫। বিদেশ থেকে অন্যান্য ডিপ্লোমা বা সার্টিফিকেট প্রাপ্ত শিক্ষার্থীরা ভর্তির জন্য আবেদন করার পূর্বে বিজনেস স্টাডিজ অনুষদের ডিনের নিকট অনুমতি চেয়ে আবেদন করবে এবং অনুষদ কর্তৃক সমতা নিরুপণের পর এ অনুমতি পেলেই শুধু সংশ্লিষ্ট প্রার্থী আবেদন করতে পারবে। সমতা নিরুণের ফি বাবদ ভর্তিচ্ছুক প্রার্থীকে ৮০০/-(আটশত) টাকা প্রদান করতে হবে।

O Level, A Level এবং Cambridge পরীক্ষায় প্রাপ্ত লেটার গ্রেডের পয়েন্ট নিম্নরূপ হবে:

A = 5.0 B = 4.0 C = 3.5

৬। (ক) আবেদনকারীকে DU Admission Web Site (http://admission.eis.du.ac.bd) থেকে Payslip নিয়ে ৩১ আগস্ট, ২০১৪ তারিখের মধ্যে দেশের ৪টি রাষ্ট্রায়ত্ত বাণিজ্যিক ব্যাংক (জনতা, সোনালী, অগ্রণী ও রূপালী)-এর যে কোন শাখায় গিয়ে ভর্তি পরীক্ষার ফি ৩০০.০০ (তিনশত) টাকা, অনলাইন সার্ভিস ফি ৩০.০০ (ত্রিশ) টাকা এবং ব্যাংকের সার্ভিস চার্জ ২০.০০ (বিশ) টাকা জমা দিতে হবে। টাকা জমা দেয়ার কমপক্ষে দুই কর্ম দিবস পরে আবেদনকারীকে পুনরায় DU Admission Web Site এ যেতে হবে। কোন ইউনিটে আবেদনকারীর ব্যাংকে টাকা জমা দেওয়ার তথ্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পৌছালে তার সংশ্লিষ্ট ইউনিটের ‘পেমেন্ট’ কলামে একটি সবুজ রঙের টিক চিহ্ন দেখা যাবে এবং আবেদনকারী ২৬ আগস্ট, ২০১৪ তারিখ হতে তার উক্ত ইউনিটে ভর্তি পরীক্ষার প্রবেশপত্র সংগ্রহ করতে পারবে। ব্যাংক-এ টাকা জমা না দেয়া হলে আবেদনকারী সংশ্লিষ্ট ইউনিটের ভর্তি পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে পারবে না।

(খ) তবে উপরোক্ত প্রক্রিয়াটি A Level/বিদেশ থেকে অন্যান্য ডিপ্লোমা/ সার্টিফিকেট সম্পন্নকারী প্রার্থীদের জন্য প্রযোজ্য নয়। এ সকল প্রার্থী ভর্তি বিষয়ক web page-এ ‘‘বিস্তারিত আবেদন (Detail Application)” শিরোনামের Link পাবেন। এই Link-এ তাদের জন্য প্রয়োজনীয় সকল নির্দেশাবলী দেয়া থাকবে। নির্দেশাবলী অনুযায়ী Payslip ও আবেদনপত্র Print করে নির্ধারিত ব্যাংকে টাকা জমা দেয়ার পর আবেদনপত্র এবং তৎসংগে প্রদেয় মার্কশীট/সার্টিফিকেট-এর ফটোকপি একত্রে বিজনেস স্টাডিজ অনুষদে জমা দিতে হবে। পরবর্তী নির্দেশনা অনুষদ থেকেই দেয়া হবে।

ভর্তি পরীক্ষা

৭। ভর্তি পরীক্ষা **০৫-০৯-২০১৪ (শুক্রবার) সকাল ১০ ঃ ০০ টায় অনুষ্ঠিত হবে।**

৮। ভর্তি পরীক্ষায় প্রার্থীদের পরীক্ষার স্থান web site ও অন্যান্য মাধ্যমে জানানো হবে।

৯। পরীক্ষা M.C.Q. (Multiple Choice Question) পদ্ধতিতে অনুষ্ঠিত হবে। উত্তরদান পদ্ধতি প্রশ্নপত্রের 'নির্দেশাবলি' অংশে বর্ণিত থাকবে। ভর্তি পরীক্ষায় কোন প্রকার Calculator ব্যবহার করা যাবে না।

১০। ভর্তি পরীক্ষায় প্রাপ্ত নম্বর এবং মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় পাপ্ত নম্বর/গ্রেড-এর ভিত্তিতে মেধাস্কোর নির্ধারিত হবে।

১১। মোট ২০০ নম্বরের ভিত্তিতে ছাত্র/ছাত্রীদের মেধা তালিকা তৈরি করা হবে। এজন্য ছাত্র-ছাত্রীদের মাধ্যমিক পরীক্ষায় (৪র্থ বিষয় বাদে) প্রাপ্ত জিপিএ-কে ৬ দিয়ে এবং উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় (৪র্থ বিষয় বাদে) প্রাপ্ত জিপিএ-কে ১০ দিয়ে গুণ করে এই দুইয়ের যোগফল ১২০ নম্বরের ভর্তি পরীক্ষায় প্রাপ্ত নম্বরের সাথে যোগ করে মোট ২০০ নম্বরের উপর ছাত্র/ছাত্রীদের মেধা তালিকা তৈরি করা হবে।

১২। ভর্তি পরীক্ষায় মোট ১০০টি প্রশ্নে ১২০ নম্বর থাকবে এবং পরীক্ষার জন্য ১ (এক) ঘণ্টা সময় নির্ধারিত থাকবে। ভর্তি পরীক্ষায় ভুল উত্তর প্রদানের জন্য নম্বর কাটা যাবে। প্রতি পাঁচটি ভুল উত্তর প্রদানের জন্য একটি শুদ্ধ উত্তরের নম্বর কর্তন করা হবে। অর্থাৎ প্রতিটি ভুল উত্তরের জন্য ০.২৪ নম্বর কাটা যাবে।

১৩। পরীক্ষার উদ্দেশ্য হবে উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে অর্জিত জ্ঞান যাচাই করা। উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ের পাঠক্রমের ভিত্তিতে প্রশ্নপত্র প্রণয়ন করা হবে। ভর্তি পরীক্ষার ১২০ নম্বরের বণ্টন হবে নিম্নরূপ:

ক) ব্যবসায় শিক্ষা

বাংলা	৩০
ইংরেজি	৩০
হিসাববিজ্ঞান	৩০
ব্যবসায় নীতি ও প্রয়োগ	৩০
মোট	১২০

খ) A Level

English (Compulsory)	30
Advanced English (Compulsory)	30
Business Studies*	30
Accounting*	30
Economics*	30
Total =	120

* Business Studies, Accounting ও Economics এই তিনটির মধ্যে যে কোন দুটি Section এর উত্তর প্রদান করবে।

মেধাতালিকা প্রকাশ ও করণীয়

১৪। ভর্তি পরীক্ষায় প্রাপ্ত নম্বরের ভিত্তিতে মেধাক্রম অনুযায়ী ১১৭০ জন প্রার্থীকে ভর্তির জন্য বিবেচনা করা হবে, তবে ইংরেজিতে ন্যূনতম ১২ এবং সর্বমোট ৪৮ নম্বর পেতে হবে। ভর্তির উপরোক্ত শর্ত কোটাসহ সকল পরীক্ষার্থীর ক্ষেত্রে সমভাবে প্রযোজ্য হবে।

ভতির জন্য নির্বাচিত মোট ১১৭০ জনকে মেধা অনুসারে নিম্নলিখিত আটটি বিভাগে ভর্তির জন্য বিবেচনা করা হবে:

ব্যবস্থাপনা	১৮০ জন
একাউন্টিং এন্ড ইনফরমেশন সিস্টেম্স	১৮০ জন
মার্কেটিং	১৮০ জন
ফিন্যান্স	১৮০ জন
ব্যাংকিং এন্ড ইন্স্যুরেন্স	১২০ জন
ম্যানেজমেন্ট ইনফরমেশন সিস্টেম্স	১১০ জন
ট্যুরিজম এন্ড হসপিটালিটি ম্যানেজমেন্ট	১১০ জন
ইন্টারন্যাশনাল বিজনেস	১১০ জন

সর্বমোট = ১১৭০ জন

১৫। ব্যবসায় শিক্ষা শাখার যে সব ছাত্র-ছাত্রী আইন, কলা ও সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদের সংশ্লিষ্ট বিভাগসমূহে ভর্তি হতে ইচ্ছুক, তাদেরকে **'ঘ' ইউনিট**-এর ভর্তি পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে হবে। এ বিষয়ে বিস্তারিত তথ্য **'ঘ' ইউনিটের** নির্দেশিকায় পাওয়া যাবে।

১৬। ভর্তি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রার্থীদের মধ্যে যারা কোটা সুবিধা পেতে চান তাদেরকে সংশ্লিষ্ট ইউনিটের ভর্তি পরীক্ষার ফল পকাশের ৭ দিনের মধ্যে ঐ ইউনিটের ডিন অফিস থেকে ভর্তি পরীক্ষার প্রবেশপত্র প্রদর্শন পূর্বক নির্ধারিত ফরম সংগ্রহ করতে হবে এবং তা যথাযথভাবে পূরণ করে উক্ত সময়সীমার মধ্যে অফিস চলাকালীন সময়ে সংশ্লিষ্ট ইউনিট প্রধানের অফিসে জমা দিতে হবে।

বিশেষ দ্রষ্টব্য:

ভর্তির জন্য চূড়ান্তভাবে নির্বাচিত প্রার্থীকে ভর্তির ফরমের সঙ্গে প্রয়োজনীয় সনদপত্র যথা-মার্কশীট/সার্টিফিকেটের সত্যায়িত ফটোকপি ছাড়াও অন্যান্য যে সব কাগজ জমা দিতে হবে সেগুলো হচ্ছে:

১) প্রার্থী সর্বশেষ যে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে উত্তীর্ণ হয়েছে সে প্রতিষ্ঠানের প্রধান কর্তৃক প্রদত্ত প্রশংসাপত্র
২) উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার প্রবেশপত্রের ফটোকপি
৩) মাধ্যমিক শ্রেণীর রেজিস্ট্রেশন কার্ডের ফটোকপি এবং ৫ কপি পাসপোর্ট সাইজ ছবি।
৪) অনলাইন ভর্তি ফরম পূরণের সময় কোটা সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্য দিতে হবে। পরবর্তীতে এ বিষয়ে কোন নতুন অন্তর্ভূক্তি গ্রহণ করা হবে না।
৫) পরীক্ষার হলে ক্যালকুলেটার, মোবাইল ফোন বা তদ্রুপ কোন ডিভাইস ব্যবহার সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ।